যুগান্তর

তারিখ ...16 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৬...

মোবাইলে মিসড কল দেয়ার অপরাধ

সুনামগঞ্জে স্কুলছাত্রকে লাঠিপেটা ও জুতার মালা পরিয়ে নির্যাতন

দোয়ারাবাজার (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি

সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে আবার শিশু নির্যাতনের ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে। সম্প্রতি উপজেলার কলাউড়া গ্রামে মোবাইল চুরির অপবাদ দিয়ে এক কিশোরকে বেধড়ক পেটানোর রেশ কাটতে না কাটতেই এবার এক শিশু শিক্ষার্থীকে মোবাইলে মিসড কল দেয়ার অপরাধে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নির্দেশে লাঠিপেটাসহ গলায় জুতার মালা পরিয়ে অমানুষিক শাস্তি দেয়া হয়েছে। বুধবার বিকালে এ বর্বর ঘটনার শিকার উপজেলার দোহালিয়া প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র রতন মিয়া (১৩)। ঘটনায় জড়িত ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জলিল ও দুই শিক্ষককে গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে এলাকাবাসী মানববন্ধন কর্মসূচিসহ প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। এদিকে বুধবার রাতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও দোহালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জলিল এবং বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে দোয়ারাবাজার থানায় লিখিত অভিযোগে জড়িত শিক্ষক নজরুল ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিশু রতন মিয়া তার বড় ভাইকে ফোন দিতে গিয়ে ভুলবশত বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য

নির্যাতন : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

নির্যাতন : মালা পরিয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

আয়াজ আলীর ব্যক্তিগত ফোনে কলটি চলে যায়। এতে আয়াজ আলী কল ব্যাক করে তার পরিচয় জেনে তার বিরুদ্ধে বিদ্যালয় শিক্ষকদের কাছে নালিশ করেন। এ ঘটনায় বুধবার বিদ্যালয়ে এক বিচার বসে। এতে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও দোহালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জলিল ও আয়াজ আলীসহ অন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। একপর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জলিল শিক্ষার্থীর গলায় জুতার মালা পরিয়ে বিদ্যালয় মাঠ ঘোরানোর রায় দেন। এ সময় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নজরুল ইসলাম ও গণেশ দাস ওই শিক্ষার্থীকে লাঠিপেটা করেন। এতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সত্যতা জানতে ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জলিলের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করেও তাকে পাওয়া যায়নি। জানতে চাইলে ওসি সেলিম নেওয়াজ জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত এক শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকিদের গ্রেফতারে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।